দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুস্ট

মডিউল ২ ~ বক্তৃতা ৬

উপসংহার এবং পরামর্শ

রোমীয় ১৪ এবং ১৫ অধ্যায়ের এই বিষয়ের উপর শেষ অধিবেশনে স্বাগত, যেখানে আমরা খ্রিস্টীয় স্বাধীনতা বিষয়ে ভালোবাসার বিধান নিয়ে আলোচনা করছি। সুতরাং, যখন আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমাদের পাঠ সমাপ্ত করছি, আমি আপনার সাথে রোমীয়র এই অংশ থেকে যে বেশ কিছু নীতির আলোচনা করেছি তা পুনরায় পর্যালোচনা করেছি, এবং আশা করি এটি আপনাকে রোমীয় ১৪ এবং ১৫ অধ্যায় ভালভাবে পড়তে সাহায্য করবে। আমরা দেখেছি যে, বিশ্বাসীরা সবসময় এক রকম চিন্তাভাবনা করে না, এবং তারা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে সবসময় আলাদা মতামত রাখবে। আমরা জানি যে, খ্রিস্টীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর মধ্যে সম্পর্কগুলিকে বেশ টানাপোড়েনের মধ্যে ফেলতে পারে। এবং তা এড়ানোর জন্য ছিল তৃতীয় নীতি, যা আমাদের বাইবেলের মৌলিক, অপরিবর্তনীয় সত্যগুলির দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে, যা সাদা এবং কালো। এবং আসুন, একে অপরকে বহন করি। আমরা সবাই এক রকম পরিপক্কতা অর্জন করি না—এটাই ছিল চতুর্থ নীতি। আমাদের সবার সুসমাচার সম্পর্কে একই মাত্রার বোধগম্যতা নেই। এবং পৌল পঞ্চম নীতিতে বিশ্বাসের বলবান্‌দের মূল আহ্বান দিয়েছেন, যে তারা দুর্বলদের বিশ্বাসে দুর্বলতার বোঝা বহন করবে। এবং দুর্বল বিশ্বাসীদের বলা হয়েছে, যে তারা বলবান্ বিশ্বাসীদের বিচার না করে।

এখন, এই চূড়ান্ত অধ্যায়নে, আমি দুটি বিষয় করতে চাই। প্রথমত, আসুন রোমীয় ১৫-এর প্রথম অংশটি দেখি, এই অন্তিম শাস্ত্রাংশটি ব্যাখ্যা করি, এবং তারপর আমরা কিছু ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ দিয়ে এই পাঠ্যটি শেষ করব।

তাহলে, রোমীয় ১৫ হলো পৌলের উপসংহার, যেখানে তিনি খ্রীষ্টিয় সহভাগিতা এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা রক্ষার বিষয়ে রাজার আদেশের ব্যাখ্যা দেন। সুতরাং, মনে রাখুন যে পৌল নিজেকে বিশ্বাসের বলবান্ একজন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করতেন। এটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট যখন তিনি রোমীয় ১৫-এর শুরুতে, "আমরা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজেকে এর মধ্যে যুক্ত করেছেন "কিন্তু বলবান্ যে আমরা "। তাহলে বলবান্‌দের কী করা উচিত? আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি, যে আমাদের দুর্বলদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়। অধ্যায় ১৫, ১ ও ২ পদ আমাদের যা বলে সেটা করা উচিৎ, “আমাদের উচিত, যেন দুর্ব্বলদিগের দুর্ব্বলতা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না করি।” পরিবর্তে, “আমাদের প্রত্যেক জন যাহা উত্তম, তাহার জন্য, গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত, প্রতিবাসীকে তুষ্ট করুক।”

এখন, যদি আমরা শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করি, তাহলে রোমীয় ১৫-এর এই পদটি পৌলের নিজের উদাহরণের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, এবং আমি ইতিমধ্যেই এটি উল্লেখ করেছি, তবে আমি এটি আবারও ১ করিন্থীয় ১০-এ উল্লেখ করব। এখন আমি শুধুমাত্র আংশিকভাবে এটি উদ্ধৃত করব, রোমীয় ১৫-এর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য। পৌল বলেছেন, “কারণ সকলের অনধীন হইলেও আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম, যেন অধিক লোককে লাভ করিতে পারি” (১ করিন্থীয় ৯:১৯)। পৌল নিজেকে সকলের দাস বানিয়েছিলেন। এখন, তিনি একজন

খ্রীষ্টিয় হিসেবে, তার অধিকার ত্যাগ করেছিলেন। এবং তিনি, কখনো কখনো, নিজের অবস্থানকে ইহুদিদের সঙ্গে ইহুদির মতো, বা অ-ইহুদিদের সঙ্গে অ-ইহুদির মতো মানিয়ে নিতেন। এই প্রেরিতজন তার নিজের উদাহরণে কী মহান এবং অনুগ্রহপুর্বকভাবে খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশ করেছেন। হ্যাঁ, তিনি তার সমস্ত অধিকার সত্যিই ত্যাগ করেছিলেন। তিনি প্রায়ই তার খ্রীষ্টিয় জীবনের অনুশীলনে এমন জিনিসের সাথে নিজেকে বার বার বাঁধতেন যা মোটেও প্রয়োজনীয় ছিল না, যেন তিনি একজন বিঘ্ন না হয়ে ওঠেন। পৌল নিয়মিতভাবে নিজের অবস্থানকে সমন্বিত করে নিতেন, একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে: যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার কাউকে বলার জন্য আরও কার্যকরী হওয়ার জন্য। বার বার, ১ করিন্থীয় ১০-এ আপনি পড়বেন, "যাতে আমি ইহুদিদের লাভ করতে পারি," অথবা, "যাতে আমি তাদের লাভ করতে পারি যারা বিধানের অধীনে।" এবং হারানো পরজাতীয়দের জন্য, "যাতে আমি তাদের লাভ করতে পারি যারা আইনের বাইরে।" এবং আবার, দুর্বলদের জন্য, "যাতে আমি দুর্বলদের লাভ করতে পারি।" তারপর অবশেষে, এক বিস্তৃত সারসংক্ষেপে, "সর্ব্বথা কতকগুলি লোককে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমি সর্ব্বজনের কাছে সর্ব্ববিধ হইলাম। আমি সকলই সুসমাচারের জন্য করি, যেন তাহার সহভাগী হই।

এখন, আপনি যদি ২ করিন্থীয় ১১:২৯ খোলেন, পৌল আমাদের একটি অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেন, যা খুবই উন্মোচনমূলক। তিনি লিখেছেন, "কে দুর্ব্বল হইলে আমি দুর্ব্বল না হই? কে বিঘ্ন পাইলে আমি না পুড়ি?" পৌল যে দুর্বলতার কথা বলেছেন তা সাধারণ দুর্বলতা বা অসুস্থতা হতে পারে, কিন্তু ২৯ পদের দ্বিতীয় অংশ আমাকে এভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে, "দুর্বল" মানে এখানে বিশ্বাসে দুর্বলজনের কথা বলছে। তাই, যখন পৌল বিশ্বাসে দুর্বলদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তিনি তাদের সাথে দুর্বল হয়ে যেতেন, তাদের ভালোবাসার জন্য। এবং তিনি এটি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য করেন নি, বরং এটি তিনি সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য করেছিলেন। তিনি তাদের সাথে একটি সম্পর্ক প্রতিপালন করার জন্য এটা করেছিলেন। তাদের স্তর থেকে একটা সংযোগ বিস্তার করার জন্য তিনি নিজেকে উপযোগী করেছিলেন। এখন, তিনি "কে বিঘ্ন পাইলে আমি না পুড়ি?" এর মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? যদি বলবানেরা, তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে, তাদের ভাইদের পাপের দিকে ঠেলে দেয়, তাহলে পৌল কিছু ধরনের ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ অনুভব করতেন—"আমি পুড়ি।" এমন একটি দয়া বা সহানুভূতির অভাব, যা একজন সহভাইয়ের প্রতি প্রকাশিত হয়, তিনি বলেন এটি পাপ এবং এটি তাকে রাগান্বিত করেছে—ধার্মিকভাবে রাগ। খ্রীষ্টিয় দয়ার প্রয়োগ একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। তবে, এর মানে কি এই যে, বলবান্ জন সর্বদা এবং শুধুমাত্র দুর্বলদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি নত হবে? এই প্রশ্নের উত্তর রোমীয় ১৫ অধ্যায়ের প্রথম চারটি পদে পাওয়া যায়, যেখানে রাজা আদেশ দিয়েছেন: "কিন্তু বলবান্ যে আমরা, আমাদের উচিত, যেন দুর্ব্বলদিগের দুর্ব্বলতা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না করি।আমাদের প্রত্যেক জন" – তারা হল সেই বলবান্ জন - "যাহা উত্তম, তাহার জন্য, গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত, প্রতিবাসীকে তুষ্ট করুক। কারণ খ্রীষ্টও আপনাকে তুষ্ট করিলেন না, বরং যেমন লিখিত আছে, "যাহারা তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়িল। কারণ পূর্ব্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই।"

পূর্বে, আমরা "বহন করা" বা দুর্বলদের দুর্বলতা বহন করার কথাটি লক্ষ্য করেছিলাম। আপনি হয়তো মনে রাখবেন যে এই শব্দটি সেই কুলিকেকে বর্ণনা করেছিল যারা বড়ো ব্যাগ বহন করত এবং যাত্রীদের সাহায্য করত। এটি হলো ঈশ্বরের নির্দেশনা। যারা বলবান, তারা দুর্বলদের সহায়তা দেবে, যারা তাদের বিশ্বাসের যাত্রায় দুর্বল রয়েছে, কারণ তারা পিছনে করে যাচ্ছে। তাই এই প্রসঙ্গে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা বহন করে। না, বলবান্দের কেবলমাত্র শান্তি বজায় রাখার জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বহন করতে হবে না, বরং তাদেরকে বিশ্বাসে দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে, যাতে তারা তাদের বোঝা, তাদের সংশয়গুলি থেকে মুক্তি পায়, যা একটি দাসত্ব এবং যেগুলিকে ভয়ে

এবং দাসত্বের সাথে অনুভূত জয়। বন্ধুরা, অজ্ঞতা সত্য ভক্তির মা নয়। অতএব, সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে, আমাদের বিশ্বাসে দুর্বলদের সাথে আচরণ করতে হবে, যেমন প্রিষ্কিল্লা ও আক্কিলা আপল্লোর সাথে করেছিলেন। আমরা সেই ধার্মিক দম্পতির কথা পড়ি, তারা আপল্লোকে ঈশ্বরের পথ আরও পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এখন, বিশ্বাসে যারা বলবান, তাদের দুর্বলদের সাথে এভাবেই আচরণ করা উচিৎ। এবং এটি করার সেরা উপায় হল সেই বিষয়গুলিতে বেশি ধ্যান না দেওয়াযা বিভেদ সৃষ্টি করে। বরং, আমাদের লক্ষ্য খ্রীষ্টের পরিত্রাণের মহিমার বৃহত্তর ছবির উপর মনোনিবেশ করা হওয়া উচিত । একজন শিক্ষিত ব্যাখ্যাকারী এই শব্দগুলো লিখেছিলেন যা আমি উদ্ধৃত করব: "এটি উভয় আমাদের কর্তব্য এবং আমাদের বিশেষাধিকার, যে আলো ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন তা অন্য খ্রীষ্টিয়দের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই, সেই শিক্ষাদান নম্রতার সাথে এবং সমালোচনামূলক নয়, এমন ভাবে দেওয়া উচিত। এটি মৃদুশীল মনোভাব নিয়ে দেওয়া উচিত, এবং বিরোধিতা না করে। ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত। লক্ষ্য হওয়া উচিত মনকে আলোকিত করা, তাদের ওপরে জোর করে ইচ্ছা চাপানো নয়। কারণ যতোক্ষণ না বিবেক দৃঢ়প্রত্যয়ী না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত কাজগুলো ভণ্ডের মতো হয়।" এখন হয়তো বিশ্বাসে দুর্বলজনকে একা ছেড়ে দেওয়া বা যতটা সম্ভব তাদের উপেক্ষা করা ভাল মনে হতে পারে। কিন্তু প্রিয় বন্ধুরা, তা কিন্তু রাজা আদেশ নয়। তাঁর আদেশ ভিন্ন—তাদের সহায়তা করা, তাদের বহন করা। ২ পদে বলা, নিজেকে সন্তুষ্ট করো না, তার মানে শুধু মাংস না খাওয়া, বিশেষ দিন পালন না করা, বা বিশেষ দিন পালন করা এগুলো নয়। না, এটি এমন একটি নির্দেশনা নয়, - সেটা হচ্ছে তাদের পছন্দের কিছু থেকে বিরত থাকা। না, এটি বরং একটি কাজের আহ্বান যা আপনি এবং আমি এমনকি পছন্দ নাও করতে পারি। এবং সেই কাজটি ২ পদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আমাদের দুর্বলদের শিক্ষাদান করতে হবে। লক্ষ্য করুন, আমাদের তাদের "ভালোর জন্য" শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের বিশ্বাসে আমাদের প্রতিবেশী বা ভাইদের গড়ে তুলতে হবে। এবং গড়ে তোলা মানে তাদের বিশ্বাসে শক্তিশালী করা। আমাদের তাদের অজ্ঞতা দূর করতে সব কিছু করতে হবে। আমরা সমস্ত কিছু কোমলভাবে, ভালোবাসায়, এই অপ্রয়োজনীয় সঙ্কোচমূলক বিষয় থেকে তাদের বিবেককে স্বাধীন করতে হবে, ঈশ্বরীয় বিষয়গুলিতে আরও গভীর শিক্ষা দিয়ে তা করতে হবে।

এটি হয়তো খুব মনোরম নয়, কিন্তু শাস্ত্র আমাদের বলে আমাদের নিজেদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়নি। সত্যি, এটি একটি ধন্যবাদহীন কাজ হতে পারে, কারণ আপনি হয়তো সফল হবেন না, বা তার চেয়ে খারাপ, এটি আপনার উপর কিছু অবজ্ঞা এনে দিতে পারে, প্রশংসার বদলে। ৩ পদে পৌল, যীশু খ্রীষ্টের নিজের সাথে কি হয়েছিলো তা উল্লেখ করেছেন। যখন যীশু প্রেমের সাথে ফরীশীদেরকে তাদের বিধান সংক্রান্ত ভুল ব্যাখ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন কী ঘটেছিল? তাকে বিধান ভাঙার অভিযোগে অপমানিত করা হয়েছিল। একটি উদাহরণ হল যোহন ৯:১৬, যেখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যা নিশ্চয়ই প্রভু যীশুকে ব্যথিত করেছিল। সেখানে বলা হয়েছে, "তখন কয়েক জন ফরীশী বলিল, সে ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে আইসে নাই" কেন? – "কেননা সে বিশ্রামবার পালন করে না।" এটা বিশ্বাস করুন, বন্ধুরা, যেমন প্রভু অপমানিত হয়েছিলেন, তেমনি আপনি, তার দাস, অপমানিত হবেন। রোমীয় ১৪ এবং ১৫ সম্পর্কে একজন অন্য মন্তব্যকারী এইভাবে বলেছেন, "এটি প্রায়ই প্রয়োজনীয় যে আমরা আমাদের খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতা সঠিক নীতি রক্ষা করার জন্য সমালোচনার পরিমাণে দাবি করি। আমরা ভাল মানুষদের বিঘ্ন দিতে পারি যাতে সঠিক নীতিগুলি সংরক্ষিত হয়। আমাদের উদ্রেককারীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য, আমাদের পরিত্রাতা বিশ্রামবার ভাঙা, মদ্যপানকারী, কর আদায়কারী এবং পাপীদের বন্ধু হিসেবে গণ্য হতে সম্মত হয়েছিলেন। খ্রীষ্ট তখনকার ক্ষেত্রে, তাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর সাথে তাঁর আচরণ মানানসই করেন নি। তিনি দেখেছিলেন যে, ইহুদিদের ভুল ধারণাকে কার্যকরভাবে উপেক্ষা করার মাধ্যমে আরও বেশি ভাল কিছু হবে।" সুতরাং, আমাদের কর্তব্য পালন করার জন্য নিন্দিত হওয়াতে যীশু এবং অন্যদের অভিজ্ঞতা ছিল, এবং তাই, ৪ পদে, পৌল সাধারণভাবে পুরাতন নিয়মে থাকা বিভিন্ন লোকদের, যেমন নবীদের উল্লেখ করেন, যারা প্রায়ই অত্যন্ত

অপ্রিয় সত্য বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, "কারণ পূর্ব্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকল আমাদের" – বিশ্বাসে বলবান্ – "শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই।" এখন, ধৈর্য প্রয়োজন যখন আমরা বিশ্বাসে দুর্বলদের সঙ্গে কাজ করি, যারা প্রায়ই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে ধীর। কিন্তু সান্ত্বনাও প্রয়োজন, যখন আপনি ঈশ্বরের কথা অনুসারে দুর্বলদের শিক্ষা দেওয়ার এবং তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেন এবং আপনি অপমানিত হন, আপনাকে তিরস্কৃত করা হবে, হয়তো এমনকি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

এটি পৌলের নির্দেশনার শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসে। যেমনটা সাধারণত দেখা যায়, প্রেরিত তার শিক্ষা হয় প্রশংসার বাক্যে বা একটি প্রার্থনায় শেষ করেন। এবং লক্ষ্য করুন, এই ক্ষেত্রে, এটি তাকে প্রার্থনায় নিয়ে গেছে, রোমীয় ১৫:৫-৬ পদ: "ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর এমন বর দিউন, যাহাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর অনুরূপে পরস্পর একমনা হও, যেন তোমরা একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব কর।" এটি একটি প্রার্থনা সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য, যারা বিশ্বাসে বলবান্ বা দুর্বল। যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে না থাকলে, খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার এই বিস্ফোরক বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে লড়াই এবং ব্যর্থতা আসবে। এখন আসুন আমরা এই আবেদনমূলক প্রার্থনাগুলি আকুলভাবে উত্থাপন করি, যেমনটি এখানে ঈশ্বরের কাছে দেওয়া হয়েছে। কারণ এটি শুধু অজ্ঞতার একটি প্রাচীর নয় যা আলোকে বাধাগ্রস্ত করে, এটি জেদি মনোভাব বা গর্বও যা আমাদের হৃদয়কে আমাদের সেই মতামতের প্রতি বাঁধে, যা হয়তো ভুল হতে পারে। কত সহজে আমরা শয়তানের হয়ে ওকালতি করে ফেলি যখন আমরা খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করি। অতএব, আপনার দুর্বল ভাইকে আলোকিত করার প্রতি প্রতিটি প্রচেষ্টাকে প্রার্থনায় ডুবিয়ে দিন। আপনার নিজের হৃদয়ে গর্বের কাজকর্মকে দমন করার জন্য তাকে অনুরোধ করুন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যাতে তিনি সেই মাটি প্রস্তুত করেন, যেখানে সত্যের বীজগুলি আপনি তার সাথে ভাগ করে নেবেন। এবং দয়াকরে, আমার প্রার্থনা করি মৃদুশীলতা, অনুগ্রহশীলতা, এবং সেই জ্ঞানের জন্য যা আমাদের কথোপকথনকে নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে। ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করুন যাতে সঠিক সময় এবং সঠিক শব্দ বেছে নিতে পারেন। আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরের মহিমায় পূর্ণ করার জন্য সংগ্রাম করুন, যেন সেটি আপনার সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হয়। যখন পৌল আমাদের একমত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে বলেন, তিনি আমাদের মতামতের একরূপতা নিয়ে চিন্তা করছেন না। এটি হল ভিন্নতার মাঝে সামঞ্জস্যপুর্নতা, যা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। স্পষ্টতই, নবজাতক, তরুণ বিশ্বাসীরা এবং প্রবীণ বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার বিষয়গুলো নিয়ে একমত হবে না। তবে তাদের একে অপরের প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হতে হবে। এবং এমন একটি সম্পর্কেই ঝগড়া দূর হবে, খারাপ অনুভূতি বাদ যাবে, এবং সহিষ্ণুতা ও গ্রহণযোগ্যতা দয়ায় চর্চা হবে। এবং এটি কি সুন্দর একটি বন্ধুত্বপুর্ন দল হবে!

আসুন আমরা প্রার্থনা করি একটি এমন মণ্ডলীর জন্য যেখানে প্রবীণরা তরুণ বিশ্বাসীদের দুর্বলতা সহ্য করেন—একটি মণ্ডলীর পরিবার যেখানে তরুণ বিশ্বাসীরা প্রবীণদের প্রতি সম্মান দেখায়, যদিও তারা সবসময় তাদের জ্ঞান এবং বোঝাপড়া একে অপরের সাথে ভাগ নাও করতে পারে। এবং বৈচিত্র্যের মাঝে এমন একটি ঐক্য ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবে, এবং খ্রীষ্ট যীশু অনুযায়ী হবে। এটি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হবে, এটি তাঁর উদাহরণ অনুযায়ী হবে, এবং এটি আমাদের মাঝে আরাধনার মনোভাবে প্রভাবিত করবে এবং উজ্জীবিত করবে, যেমনটি ৬ পদে শেষ হয়, "যেন তোমরা একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব কর।" এক জন ভালোভাবে বলেছেন, "যদি ঈশ্বর, যিনি একজনের দান গ্রহণ করেন না যখন সে তার ভাইয়ের থেকে আলাদা থাকে"—মথি ৫:২৩,২৪—"তবে ঈশ্বর একটি বিশ্বাসীদের সম্মিলনে প্রশংসা গ্রহণ করবেন না যদি তাদের মধ্যে বিভেদ থাকে। যেসব জিভ একে অপরকে অপবাদ করতে ব্যবহার হয়, তা একসাথে ঈশ্বরের প্রশংসায় গাইতে পারে না।" সুতরাং পৌল

সব পক্ষকে একটি চূড়ান্ত উপদেশ দিয়ে উপসংহার টানেন, "অতএব যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তেমনি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তোমরা এক জন অন্যকে গ্রহণ কর।"

এবং শেষে, বন্ধুরা, আসুন আমরা একটি পালকীয় পার্শবর্তী মন্তব্যের সাথে বিদায় নিই। রোমীয় ১৪ এবং ১৫ অধ্যায়ে কখনও খ্রীষ্টিয়দের মধ্যে শিথিল নৈতিকতার অনুমোদন দেয় না। ঈশ্বরের নৈতিক মানদণ্ড অপরিবর্তিত এবং তাঁর পবিত্র বিধানের অনুযায়ী সর্বোচ্চ স্তরের। পবিত্রতা হল ঈশ্বরের প্রধান সৌন্দর্য এবং বিশ্বাসীর প্রধান কর্তব্য। ইব্রীয় ১২:১৪ আমাদের উৎসাহিত করে, "সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না" ১ থিষলনীকীয় ৫:২২ উৎসাহিত করে, "সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক।" এবং পিতর তার পাঠকদের উৎসাহিত করেছিলেন, ১ পিতর ১:১৫ তে, "কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও" এবং যিহুদা ২৩ এই কথাটি পুনরায় বলেছিলেন, "মাংসের দ্বারা কলঙ্কিত বস্ত্রও ঘৃণা কর।" খ্রীষ্টিয় মুক্তি এবং স্বাধীনতা সর্বোচ্চ নৈতিক কোমলতার সাথে হাতে হাত রেখে চলতে থাকে। এবং অতএব, যদি কোনো ভাই বা বোন সেই বিষয়গুলোর ব্যাপারে যে ঈশ্বর চায় তার প্রতি আনুগত্যে চলার চেষ্টা করছে এবং পবিত্র শাস্ত্রের ভিত্তিতে মনোযোগী আপত্তি উত্থাপন করছে, তবে এমন ব্যক্তি একটি কোমল বিশ্বাসী। তিনি শুধু একটি দুর্বল বিশ্বাসী নন, যাকে বড় হতে হবে বা সংকীর্ণ মনোভাবের জন্য দয়া করা উচিত, বরং এমন বিশ্বাসীরা হলেন যারা তাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তার প্রতি তাদের আনুগত্যে চলাফেরা ও কথাবার্তায় এগিয়ে যেতে হবে।

তাহলে আসুন, আমরা প্রথমে আমাদের অন্তরে তাকিয়ে দেখি এবং জিজ্ঞেস করি, যে সীমানাগুলি আমরা নির্ধারণ করি তা কি ঈশ্বরের সীমানা? আসুন আমরা সবাই নিশ্চিত হই যে যা কিছু একটি মণ্ডলী সম্প্রদায়ের নৈতিক মান উন্নীত করে না, তা ঈশ্বরের কাছ থেকে নয়। এখন, এটা সন্দেহজনক যে আপনি যে কোনও কিছুতেই খ্রীষ্টিয় হতে পারেন, যদি না আপনি সব কিছুতেই খ্রীষ্টিয় হন। যীশুর ক্রুশ পাপের প্রতি কঠোর এবং মারাত্মক, এবং যে কেউ যীশুর সাথে ক্রুশারপিত হতে দাবি করে, কিন্তু পাপ বা যা পাপের দিকে পরিচালিত করে তার সাথে খেলা করে, তাকে আবার ভাবতে হবে। এবং তাই, আমি আপনাদের তিনটি প্রশ্ন দিয়ে যাই, যা আপনাদের নিজেকে করতে হবে এবং প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতে হবে। এগুলি অনেক ক্ষতি প্রতিরোধ করবে এবং অনেক উত্তমতা এনে দেবে।

প্রথম প্রশ্ন হল—আমার জীবনযাপনের উদ্দেশ্য কি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা, না কি নিজেকে সন্তুষ্ট করা? এই প্রশ্নটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিন, যা আমরা করি তাতে এবং যা থেকে বিরত থাকি তাতে।

দ্বিতীয়ত—আমার নির্বাচন কি আমার প্রিয়জনদের, আমার মণ্ডলী পরিবারের, এবং অন্যদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করবে? এই প্রশ্নটিকে আপনার পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করুন, যদি আপনাকে নিজেকে অস্বীকার করতে হয়, অথবা ধৈর্য এবং কোমলতার সাথে অন্যদের ঈশ্বরের সত্য শিখাতে হয়।

তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন—আমার খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতায় নেওয়া সিদ্ধান্ত কি আমার খ্রীষ্টিয় ব্যবহারিকতাকে দুর্বল করে ফেলবে, এবং আমাকে কি আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য থেকে বিভ্রান্ত করবে? এবং আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা এবং তাঁকে চিরকাল উপভোগ করা।

ঈশ্বর এই পাঠগুলোতে আমাদের আশীর্বাদ করুন, যা আমরা এই অধিবেশনটিতে খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরই সমস্ত মহিমা হোক। ধন্যবাদ।